নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২৩, পৃ. ১-১০
© ২০১৮ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উপনিবেশ, এথনিকসত্তা ও প্রতিরোধঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মাহমুদুল সুমন*

Abstract: Taking clue from Foucault's understanding of knowledge/power and his larger concept of governmentality, the paper thinks through the recent rise of ethnic politics in the name of adivasi in Bangladesh. It highlights anthropology's complicity in colonial discourses and shows how this discourse holds true to many in postcolonial era in Bangladesh. It shows the relevance of this discourse in the wake of transnational governmentality of indigeneity, a phrase used by some other authors to address similar situations in India, and elsewhere. Adopting a reflexive approach, the paper delineates the theoretical journey that the author has had during his experience of completing a doctoral research on Indigeneity, and identifies some challenges of methodology.

জ্ঞান/ ক্ষমতা সাজেক্টিভিটিকে তৈরী করে। এটি ফুকোর কথা (১৯৮০)। কলোনিয়াল জ্ঞান/ ক্ষমতা উপনিবেশিক ভারতের কিছু মানুষকে 'এবরিজিনাল' হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করে। কোথাও কোথাও কিছু মানুষকে আবার শ্রেণীভুক্ত করা হল 'ট্রাইব' হিসাবে। এগুলো করা হয় পরোক্ষ শাসনের (Indirect rule) অংশ হিসাবে। যেমনটি দেখা গেছে উপনিবেশিক আফ্রিকাতে। দক্ষিন এশিয়াতেও উপনিবেশিক পর্বে একই ধরনের মডেল প্রযুক্ত হয়েছে। এই শাসকতার ফল নিয়ে নৃবিজ্ঞানের পরিসরে আলোচনা কম নয়।[১]

১৯৯০ এর পর থেকে আমরা এই জনগোষ্ঠীর অধিকার ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে নতুন আরেকটি বর্গের উপস্থিতি দেখছি, শুনছি 'আদিবাসী' বর্গের কথা। যাদের কলোনি পর্বে 'ট্রাইব' বলা হল তারাও 'আদিবাসী'। আবার যাদের একসময় 'এবরিজিনাল' বলা হয়েছিল তারাও আদিবাসী। এগুলোর বলাবলি শুরু হল রাষ্ট্রউর্ধ্ব শাসনকল্পের মোড়কে, ১৯৯০ এর দশকের শুরু থেকে। এই প্রক্রিয়াকে আরো অনেকের মতো ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্টালিটি অব ইন্ডিজেনিটি হিসাবে চিনতে চাইছি আমি।[২] এই গভর্নমেন্টালিটির রয়েছে নিজস্ব কিছু আদর্শ ও ইতিহাস। এই বর্গ নিয়ে কিছু তর্ক শুরু হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র কী করবে? একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কী করছে? এই তর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরাই বা কি অবস্থান নিচ্ছি?

এই প্রবন্ধে আমি এমন কিছু প্রশ্নের অবতারণা করবো, যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে ভেবেছি এবং এমন কি বলা যায় বসবাস করেছি। আমি আমার পি এইচ ডি গবেষণাটি

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
ই-মেইল : sumonmahmud@hotmail.com

১ এই বিষয়ে আরো দেখা যেতে পারে পিটার পেলস (২০০০) এর র কাজ।

২ এই ধরনের সংজ্ঞা প্রয়োগ করে ভারতের প্রক্ষাপটে আদিবাসী মানুষের নতুন ধরনের তৎপরতাকে বুঝতে চেয়েছেন ঘোষ (২০০৬)

করেছিলাম একদল একটিভিস্ট এর মাঝে যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে 'আদিবাসী' হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী করে আসছে। এই দাবীটি ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে দেখা গেলেও ১৯৯৭ এর পর থেকে (একটি জোরালো দাবী হিসাবে একটি রাউন্ড টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে) আরো সংহত আকারে হাজির হয়েছে।

আমার গবেষণাটি মূলত দুই ধরনের জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। প্রথমত আমি দেখতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন অপরাপর জনগোষ্ঠীকে যেভাবে আমরা সচরাচর আলাপচারিতায় নিয়ে আসি, তাঁদেরকে সবসময় যেভাবে 'সরল সমাজের মানুষ' বা 'প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা মানুষ' (আজকাল ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বা মারমা বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর উপরগবেষণা মানেই এক আধটা বড় বড় সুন্দর মনোরম সবুজ বনের গ্লসি ছবি!) বা সত্যিকারের আদিবাসী (একবার কোলকাতার এক নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী যেমন বলেছিলেন, পোষাকহীন মুন্ডারাই আসল আদিবাসী এবং তাদের দেখতে হলে আমাদেরআরো কষ্ট করতে হবে মানে আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হবে) বা একটু আগ বাড়িয়ে কোন এক বরফ শীতল যুগের মানুষ হিসাবে দেখবার যে চল আছে (উপনিবেশিক প্রশাসকদের ভেতর এই ধরনের ভাষা প্রয়োগের চল আছে)[৩] ---এই ডিসকার্সিভ চর্চাগুলোকে কীভাবে দেখা যায় বা তাত্ত্বিকীকরণ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং দ্বিতীয়ত ১৯৯০ পরবর্তী 'আদিবাসী' নামটিকে একটি যৌথ পরিচয় (কালেক্টিভ আইডেন্টিটি) হিসাবে দেখবার প্রচলনকে কীভাবে ঐতিহাসিকভাবে এবং সামাজিকভাবে চিহ্নিত করা যায়, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা।

এ প্রসঙ্গে শুরুর দিককার কিছু কথা বলা দরকার। বলা দরকার যে, ২০০১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন যোগ দেই, সদ্য মাস্টারস পাশ করা প্রভাষক হিসাবে, তখন থেকেই ঐ অঞ্চলের সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা জনগোষ্ঠীর (লক্ষ করুন আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে স্বনামেই ডাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি) ভূমির অধিকার নিয়ে কিছু তৎপরতা, গবেষণা ও লেখালেখি আমার চোখে পড়ে। আমি লক্ষ করি, বেশ কিছু প্রকাশনা যার মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গের বাঙালি ভিন্ন অপরাপর জনগোষ্ঠীর ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৃহত্তর সমাজকে অবগত করা। বলা দরকার, এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকার্যক্রম খুব ছিল এমন নয়। উদ্যোগগুলোর বেশীরভাগ ছিল কিছু আই এন জি ও এর উদ্যোগে, এবং কিছু স্থানীয় এন জি ও প্রকল্পগুলোতে সহায়তায় করছিল। প্রান্তিক মানুষের উপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরায় এবং আলাদা করে বাঙালি ভিন্ন আপরাপর জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করায় আরো অনেকের মত আমিও এই অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ গ্রহণ করি। বলা যায়, সেই সময় থেকেই আমার গবেষণার শুরু। এই শুরু থেকেই আমি একটি বিষয় লক্ষ করছিলাম যে, এই উদ্যোগগুলো কিছু আলাপচারিতার সূত্রপাত ঘটাতো এবং এই উদ্যোগগুলোর কারণেই রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, রাজবংশী সহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষজন দূরবর্তী গ্রামগুলো থেকে শহরে এসে তাদের জমি হারানোর কথা স্থানীয় 'সুধিসমাজের' মানুষের

---

[৩] সম্প্রতি মেঘালয়ের গারো জনগষ্ঠীদের নিয়েও এমন ধরনের স্টেটমেন্টের উদাহরণ দেখলাম; দেখুন দি মাকের (২০১৩)

কাছে উপস্থাপন করতো। এই 'সুধিসমাজের' অন্তর্ভূক্ত মানুষজন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন, তেমনি এর অন্তর্ভূক্ত হতেন ডিসি বা এডিসি ল্যান্ডের মত উচ্চপদস্থ সরকারীর কর্মচারীরা, শহরের আইনজীবিরা। রাজশাহীর ক্ষেত্রে বাম পন্থী নেতাদের সরব উপস্থিতিও লক্ষ করেছি। এই ফোরামগুলো থেকে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ওরাওদের জন্য তখন থেকেই পৃথক ল্যান্ড কমিশনের দাবী তোলা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে আরো আনেক ক্ষেত্রেই প্রায় একই ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে পৃথক ল্যান্ড কমিশনের দাবী সহ সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী তুলতে দেখেছি।

অনেকসময় এই ধরনের অনুষ্ঠানে এসে মনে হয়েছে জমিজমা নিয়ে দূর্দশাগ্রস্ত সাঁওতালদের জমি হারানোর গল্প শুনতে শুনতে এই জনগোষ্ঠীকে রোমন্টিসাইজ করা হচ্ছে নাতো? উদাহরণ দেই, একবার এরকম এক কর্মশালায় একজন ইতিহাসবীদ বললেন, আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিব্যবস্থার কথা এবং এগুলোকে ফিরিয়ে আনবার কথা। কিন্তু জমিজমা নিয়ে নানাভাবে নিপীড়িত, মিথ্যা মামলার শিকার মানুষের হাতে সেদিন ছিল জমির দলিলসহ নানা কাগজপত্র। হয়তো আশা করে এসেছিলেন, ভূমিবিষয়ক কর্মশালা থেকে কোন সুরক্ষা বা উপকার পাবেন। তেমন কিছুই হয়নি।

এরকম রোমান্টিকতা যে এই বিষয়ে যারা গবেষণা কাজ করতে আগ্রহী বা দরদী, তাদেরই ছিল তা নয়! অনেক সাধারণ মানুষকে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝেও আমি এই ধরনের আগ্রহ দেখেছি। এরকম এক অধ্যাপক তো সদ্য পাশ করা শিক্ষক আমাকে তালিম দেয়ার ছলে বলেই বসলেন, 'যেটি এখন দরকার, একটা ভাল শুমারী (এনুমারেশান), সাঁওতাল সহ আপরাপর জনগোষ্ঠীর। কেননা উপনিবেশিক পর্বের পর ভাল শুনানির ভিত্তিতে লেখাজোকা হয়নি'। আমি তখন ভাবতাম অধ্যাপক কেন সারাক্ষণ এত গর্বের সাথে এনুমারেশানের কথা বলেন? নৃবিজ্ঞানীদের কাজ কি তবে শুমারী (এনুমারেশান) করা?

নৃবিজ্ঞান শাস্ত্রটির সাথে উপনিবেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক হওয়াতে উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে এসেও নৃবিজ্ঞানের প্রভাষকের ভাগ্যেই এই সব প্রশ্ন দেখতাম আলাদা করে বরাদ্দ করা থাকতো আমার জন্য। আমার একজন আত্মীয় আছেন, যিনি আমার সাথে দেখা হলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আলাপ শুরু করে দিতেন। বলা বাহুল্য, আমার আত্মীয়টি উচ্চশিক্ষিত এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষ। সম্ভবত তিনি ধরেই নেন যেহেতু নৃবিজ্ঞান পড়ি/ পড়াই, এ ধরনের বিষয়, অর্থাৎ সাঁওতাল ওরাও বা 'আদিম' বা 'আদিবাসী' (পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিবাসীরা হয়তো একটি আদিকল্পের মত এখানে কাজ করছে) সমাজ সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই একজন এক্সপার্ট বা আমার 'এক্সপার্ট নলেজ' আছে। একটু আধটু ফুকো পড়বার কারণে এই ধরনের শব্দ যেমন 'এক্সপার্ট' বা 'নলেজ' ইত্যাদি নিয়ে আমার সন্দেহ ছাত্র অবস্থা থেকেই ছিল। যে কারণে আত্মীয় ভদ্রলোকটির গল্পকরবার আগ্রহটাকে আমি কখনও সহজভাবে দেখতাম না! এ প্রসঙ্গে আরো একটু বলে রাখি, 'আদিবাসী' বা 'আদিম' নিয়ে আমার চারপাশের অনেকেরই আগ্রহ (বা বলতে পারেন জ্ঞান-তৃষ্ণা) আমি তখন মেটাতে পারতামনা। আর অনেকেই যেটা বুঝতোনা, যে আমি যে ধরনের নৃবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তাতে এই ধরনের শ্রেণীভুক্তকরণের (ক্যাটাগরাইজেশান) কোন

জায়গা নেই। বরং আমার আগ্রহের বিষয় এই শ্রেণীভুক্তকরণ কীভাবে ক্ষমতা সম্পর্কের বিষয় বা কীভাবে এই শ্রেণীভুক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, সে বিষয়ে ভাবা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির করা।

এরকম কিছু অভিজ্ঞতাই আমাকে বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন আপরাপর জনগোষ্ঠীকে দেখবার ক্ষেত্রে যে মনোভঙ্গিটি (মেন্টালিটি) বিরাজমান, তার ইতিহাস বা ঐতিহাসিকতা বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। এই দেখাদেখির ও বোঝাবুঝির সাথে উপনিবেশের যোগ আছে, সেটি নতুন কথা নয়। এই বিষয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে। আমি সেই লেখালেখির একটি পর্যালোচনা হাজির করতে চেষ্টা করেছি আমার গবেষণায় এবং কিছু ভিনিয়েটের সাহায্যে বাংলাভাষী লেখকদের ভেতর এই আলোচনা বা ডিসকোর্স কীভাবে কাজ করে তা দেখতে সচেষ্ট হয়েছি।

কিন্তু এগুলো করেই আমি আমার গবেষণা সম্পন্ন করতে পারিনি। কেননা আমি মনে হয় একটু কট্টর নৃবিজ্ঞান বিভাগে না বুঝেই পৌছে গিয়েছিলাম। যাদের কাছে আমার 'কালচারাল স্টাডিজ বা ইতিহাস মার্কা' বা 'উত্তর উপনিবেশিক জিজ্ঞাসা সমৃদ্ধ গবেষণা' প্রস্তাবনাটা 'ফেসিনেটিং' বা হাই ফ্লাইং কিন্তু জ্যান্ত মানুষের কাছে না গেলে যে নৃবিজ্ঞান করা হয়না! শুধুই আরকাইভ দেখবেন? ফিল্ডওয়ার্ক না করলে নৃবিজ্ঞান বিভাগে কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর করতেই মানে একটা সনদ পাবার বাসনায় আমাকে ফিল্ডওয়ার্ক করতে হয় বাংলাদেশে এবং সেটাকে নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদিও আমার জন্য সেটা ছিল বাড়ি ফেরা। এবং এভাবেই দ্বিতীয় এক সারি প্রশ্নের অবতারণা হয় আমার গবেষণায় এবং এক ধরনের আর্কাইভাল আগ্রহ থেকে এথনোগ্রাফিক আগ্রহের দিকে অগ্রসর হই।

মাঠকর্ম করতে যেয়ে বুঝলাম, উপনিবেশিক বর্গগুলোই এখন নতুন রূপে হাজির হচ্ছে ১৯৯০ পরবর্তী ট্রান্সন্যশনাল গভর্নমেন্টালিটি অব ইন্ডিজেনিটির কালে (রেফারেন্স)। আমি দেখলাম কীভাবে এই বর্গগুলো নতুন করে স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত। এখন সাওতালরা নিজেই বলছেন 'আমরা সরল সমাজের মানুষ'।[৪] এই বলাবলি দেখায়, উপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে তৈরী হওয়া জ্ঞান, ভাষা ও আলোচনা (ডিসকোর্স)[৫] কীভাবে উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে এসে আমাদের ভাবধারায় প্রভাব ফেলছে। এর সাথে অবশ্য যুক্ত হয়েছে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মনির্মাণের মতো বিষয়গুলো। এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে বুঝলাম এই বলাবলির রয়েছে সাম্প্রতিক ইতিহাস। এই সাম্প্রতিক ইতিহাস ও ক্ষমতা প্রেক্ষাটটটিকেই আরো অনেকের মতো আমার গবেষণায় আমি ট্রান্সন্যাশনাল গভর্মেন্টালিটি অব ইন্ডিজেনিটি শব্দগুচ্ছ দিয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। এরকম নানা বিষয় ও ক্ষেত্রেই ট্রান্সন্যাশনাল গভর্মেন্টালিটি কাজ করছে আজকের বিশ্বে

[৪] দেখুন আমার অপ্রকাশিত পি এইচ ডি গবেষণা "We are simple people": Ethnicity, identity politics and agency of adivasi people in Bnagladesh, School of Anthropology and Conservation, University of Kent, UK.

[৫] ডিসকোর্সের বাংলা কেউ কেউ করছেন আলোচনা। দেখুনঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত এবং গোপীচন্দ নারঙ লিখিত গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব।

এবং সম্প্রতি কিছু গবেষক দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশানগুলো বহু জাতিরাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করছে।

ইন্ডিজেনিটি প্রশ্নে খুঁজে পেতে দেখলাম এরকম পরিস্থিতি শুধু বাংলাদেশেই নয় আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বা ইন্দোনেশিয়ায় ঘটেছে। ভারতের প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞানী কৌশিক ঘোষ বলছেন: ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্টালিটি অব ইন্ডিজেনিটি জাতি-রাষ্ট্রকে কিছুটা প্রশ্নের মুখে ফেললেও নির্দিষ্ট জাতি রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে আদিবাসী মানুষের লড়াইকে সবসময় সহায়তা করে এমন নয় (২০০৬: ৫০১)। ঘোষের মতে ট্রান্সন্যাশনাল স্পেইসের মধ্য দিয়ে এই ধরনের নড়াচড়া (ডিস্ট্যাবলাইজেশান) এক ধরনের 'পলিটিকস অব স্পেইস' তৈরী করে যা আদিবাসী মানুষের ঐতিহাসিক লড়াই সংগ্রামগুলোকে ছোট করে (যার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেরা আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সফলও হয়েছেন।)

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে? সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী অনেক দিনের। এই দাবী রাষ্ট্রের কাছে। ল্যান্ড কমিশনের দাবী রাষ্ট্রের কাছে। কয়েক বছর আগে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা শাসনের জন্য ১৯০০ সালের কথিত চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়াল (সি এইচ টি ম্যানুয়াল) ফিরিয়ে আনবার কথাও তোলা হয়েছিল। গারো অঞ্চলের ক্ষেত্রেও পার্শিয়াল এক্সক্লুডেট জোন হিসাবে স্বীকৃতি ফিরিয়ে আনবার দাবীও উঠেছে এবং এই দাবীগুলো আমাদের এখনকার ইন্টারমেস্টিক একটিভিস্টদের[৬] পক্ষ থেকেই করা হয়েছে (এই জনগোষ্ঠীকেই গত দু দশক ধরে সিভিল সোসাইটির কেন্দ্রীয় ক্রিড়নক হিসাবে দেখা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এই সিভিল সোসাইটি আর ইউরোপে এক সময় যে সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠেছিল, তা এক নয়!)।

উত্তর-উপনিবেশিক পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে এই ম্যানুয়ালগুলোর কার্যকারিতা কমে এসেছে। সন্দেহ নাই এই দাবীগুলোর মধ্যে ঘোষ আলোচিত 'পলিটিকস অব স্পেসের' ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদিবাসী হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীটিও এরকম একটি দাবী। আমরা অনেকেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আধিকারের স্বার্থে এই দাবীটিকে সমর্থন করেছি। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা হতে পারে, কীভাবে এই দাবীটি একটি জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক পরিচয়ের স্মারক হয়ে উঠলো? কী প্রক্রিয়ায় এথনিক পরিচয়ের বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে অধিকার ডিসকোর্সভুক্ত হল। এই প্রক্রিয়াটি বুঝতে হলে কেবলমাত্র জাতিরাষ্ট্রের পরিসর থেকে বিষয়টিকে দেখলে চলেনা।

বাংলাদেশে ১৯৯০ এর দশকের শুরু থেকে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতির দাবীটি উত্থাপিত হলেও এবং বিভিন্ন সময়ের সরকারগুলো ইউ এন ঘোষিত বিশ্ব আদিবাসী দিবসগুলোতে এই জনগোষ্ঠীকে শুভেচ্ছাবানী জানালেও 'আদিবাসী' নামে কোন সরকারই শেষ পর্যন্ত আর স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৮০র দশকে বাংলাদেশের অবস্থান খানিকটা ভারতের মত ছিল। বলা দরকার যে এই দশকে ইন্ডেজেনিটির ডিসকোর্সটিও একটি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল।

[৬] ইন্টারমেস্টিক একটিভিস্ট শব্দ-বন্ধটি বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি পর্যালোচনা করতে যেয়ে গবেষক স্টাইলসকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিস্তারিত দেখুন স্টাইলস (২০০২)

অনেকগুলো আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কনভেনশান এই দশকে প্রাথমিক চিন্তা বা লেখলেখির পর্যায়ে ছিল। ১৯৮০ দশকে রাষ্ট্রের দিক থেকে বলা হয়েছিল যে, ইন্ডিজেনাস পদটি যেই অর্থে সেটলার কলোনি সমূহের জন্য প্রযোজ্য, সেই আর্থে এটি ভারতের মতো বা বাংলাদেশের মত দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই মতামত ভারতের বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী বেতেরও (১৯৮৬, ১৯৯৮)। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিন্নমতও রয়েছে। ভারতের প্রেক্ষাপটে আরেক গবেষক মনে করেন যে, যেহেতু এরকম শব্দের ভিত্তিতে মানুষজন একাট্টা হতে শুরু করেছে, তাই এটাকে এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। (কারলসন ২০০৩)

বংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা দুই ধরনের মত দেখেছি। কিছু কিছু লেখক এই ধরনের পদেরভিত্তিতে আদিবাসীদের সংগঠিত হওয়াটকে সঠিক মনে করেননি এবং এটি না মনে করবার ক্ষেত্রে তারা বলতে চেয়েছেন যে এই জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র নয়।[৭] সরকারের ২০১১ সালের প্রতিক্রিয়াও তাই। এ কারণে সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বলা হয়েছে যে আদিবাসী পদটি শব্দের একটি অপপ্রয়োগ। যেমন ২০১১ সালে বিদেশী কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, "চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস ও দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মুঘল শাসনামলে পার্বত্য জনগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েডভুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এখানে অভিবাসিত হয় বিশেষত রাজনৈতিক আশ্রয়লাভ এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে"। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অপর একটি মন্তব্য ছিল: "ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনবসতির কোন নজির নেই। ঐতিহাসিক বইপত্র, স্মৃতিকথা কিংবা আইনগত দলিলেও ঐ সময়ে এই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।" অর্থাৎ মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ি, এই জনগোষ্ঠীর বাংলার মাটিতে আগমন ঘটে অনেক দেরিতে। বিপরীতে, বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর রয়েছে বিগত চার হাজার বছরের ইতিহাস। মন্ত্রীর জিজ্ঞাসার জায়গা হচ্ছে: কী কারণে দীর্ঘদিন বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিসত্তাকে 'আদিবাসী' না বলে দেরিতে-বসতি-স্থাপনকারী কম সংখ্যক এই জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' (indigenous) বলা হবে? এ কারণেই তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন: আদিবাসী পদটি শব্দের একটি ভুল প্রয়োগ (misnomer)। মন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে, "দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের বাঙালি জাতি আরো একবার তার প্রাচীন নৃবৈজ্ঞানিক শেকড়, ঔপনিবেশিক ইতিহাস, সর্বোপরি আমাদের সত্তা সম্পর্কে বৈশ্বিক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এটি ঘটেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে, অথচ ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরকৃত শান্তিচুক্তিতে স্পষ্টভাবে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' চিহ্নিত করা হয়েছে, কোনোক্রমেই 'আদিবাসী' নয়" (*দি ডেইলি স্টার*, ও *প্রিয়* ২৬ জুলাই ২০১১ সংখ্যা)। আরেক পক্ষ আছেন যারা আদিবাসী ডিসকোর্সটিকে প্রশ্নহীন ভাবে সমর্থন দিয়েছেন। এরা অনেকক্ষেত্রেই নানা বেসরকারী সংস্থার (সংক্ষেপে আমরা যাকে এন জি ও বলি) সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষজন। আমার জানা মতে, এই বিষয়ে একাডেমিকরা যারা এই বিষয়ে আলাপ করেছেন তারা আগে উল্লেখিত এই দুই পক্ষে বিভক্ত হয়েছেন।[৮]

---

[৭] এই তর্ক বিতর্কের কিছুটা পত্রপত্রিকায় এসেছে। সেসব তর্কের একটি নির্বাচিত অংশের উপর আলোচনার জন্য দেখুন খাতুন ও সুমন (২০১৪)

[৮] এ বিষয়ে দেখুন খাতুন ও সুমন (২০১৪) এর ভূমিকা অংশটি।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে ২০১১ সালে বহুল প্রতিক্ষিত সাংবিধানিক স্বীকৃতি না পওয়াটা 'আদিবাসী' হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীকেই আরো শক্তিশালী করেছে বলেই মনে হয়। রাষ্ট্রের অস্বীকৃতি একটি বৈরিভাব তৈরী করেছে বাঙলি ভিন্ন অপরাপর জনগোষ্ঠীর ভেতর। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরো ১৯৮০ আরা ৯০ এর দশক জুড়ে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে কারণে ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে রাষ্ট্র ও তার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি বিদ্বেস প্রসূত ঘৃনা থাকাটাই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (সংক্ষেপে পি সি জে এস এস) এর নেতা সন্তু লারমাও আদিবাসী শব্দটির পতাকাতলে আসতে রাজী হয়েছেন। এটিকে আমি দেখি ঐ অঞ্চলে ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্টালিটির একধরনের বিজয় হিসাবে। মনে রাখতে হবে এই গভর্নমেন্টালিটির সাথে বড় অংকের পুঁজির যোগ রয়েছে। রয়েছে নানা সুযোগ সুবিধার বিষয়।

কিন্তু এই বিষয়ে বহুবছর নানা প্লাটফর্ম ও নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ('প্রোগ্রাম' দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, যে দাবীগুলো মোটাদাগে বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য তোলা হচ্ছে, সেগুলো কতটা এই ফোরামে আসা মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক দাবী। বা অন্যভাবে বললে, এই এত আয়োজনে মধ্য দিয়ে এবং এত অর্থ খরচ করে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেও কি আসলে আমরা এই প্রন্তিক জনমানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি? বা এভাবে বলি: এই বিষয়ে যে মানুষেরা কাজ করে, সেই আদিবাসী সংগঠকদের কাজ থেকেও কি আমরা প্রান্তিক মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি?[৯] নাকি শাসকের ভাষার ভেতর আমরা আটকে আছি। একটু সেকেলে মনে হলেও দেশের ভেতর থেকে এই প্রশ্নগুলো আমি তুলতে চাই। আমি আমার গবেষণায় এই পশ্নটিতে এসে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। সেটির উপর আলোকপাত করেই আলোচনা শেষ করবো।

আমার মাঠকর্মের অংশ হিসাবে আমি দীর্ঘ দিন উত্তরবঙ্গের একটি আদিবাসী সংগঠনের সাথে তাদের নানা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছি। আমার এই অংশগ্রহণ, এই সংগঠনের মানুষেরা কীভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাদের সাংগঠনিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝে উঠবার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ২০০১ এ এই সংগঠনের কিছু মানুষজন/ কর্মীদের সাথে আমার পরিচয় হয়। ২০০৮-০৯ সালে সংগঠনটি নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। তার একটি ছিল উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায় ভূমি বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা। এই কর্মকান্ডের একটি ছাড়া সবকটিতে অংশগ্রহণ করে আমি উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সংগঠনটি মোটের উপর যে জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করতে সচেষ্ট, তার সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা পেয়েছি। এবং এভাবেই কিছু মানুষের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এরকম একজন মানুষ বি এস (আমার দেয়া নাম)। প্রথম তাঁকে দেখি ২০০১ সালের দিকে। কিন্তু মাঠগবেষণা করতে যেয়ে তার সাথে আবারো দেখা হয়।

বি এস দিনাজপুরের মানুষ। অতি দরিদ্র পরিবার থেকে এলেও কিছু পড়াশুনা তিনি করেছিলেন। অল্প বয়সে তিনি সরকারী কাজে দিন মজুরীর কাজ থেকে শুরু করে কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি লেখাপড়া করেছেন। ১৯৭৫ সালে

[৯] অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উন্নয়ন ডিসকোর্সের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। এ বিষয়ে সমালোচনামূলক পর্যালোচনার জন্য দেখুন কুক ও কোঠারি (২০০১)

তিনি একজন আইনজীবির সহায়তাকারী হিসাবে কাজ করেন। এসময় থেকেই তিনি তার ভাষায় 'সমাজ কর্মের' সাথে যুক্ত হয়ে যান। তিনি সাংগঠনিকভাবে ধর্মীয় কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন তরুণ বয়স থেকে। সনাতন ধর্মালম্বী একজন মানুষ ১৯৮০ এর দশকে তিনি আদিবাসীদের সংগঠিত করতে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। আমার গবেষণা চলাকালীন সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন একটি সংগঠনের সদস্য ছিলেন। ২০০১ সালে প্রথম সাক্ষাতে তাঁর একটি বক্তৃতা আমাকে বেশ আগ্রহী করে তোলে। দিনাজপুরের একটি আলোচনা সভায় তিনি বলেছিলেন:

> We have read in *history* that the Kol, Bhil and the Santals are the *original* inhabitants of Bangladesh. They have a distinct language and a different ritual culture. We are a part of the majority people. We have traditionally lived here. We have a deep love for the country, the soil and the people. We are always fighting with Nature for survival. *Simplicity* and *honesty* are our national characteristics.[10]

আমার কাছে এই বক্তব্যটি উত্তর বাংলার বাঙালি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এ থেকে স্পষ্ট যে, বি এস আত্মপরিচয় প্রশ্নে ইতিহাসকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন, যার একটি ধরন আমরা ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। মাঠকর্মের সময় বি এস এর সাথে আমার আবার দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐ বক্তৃতার ভিত্তি হিসাবে কী টেকসট কাজ করছিল। আমার আগ্রহ ছিল এটি বোঝা যে, তিনি কীভাবে নিজেদের বা নিজ সম্প্রদায়ের মানুষকে এই ভূখন্ডের আদিবাসী হিসাবে দাবী করছিলেন? তাঁর উত্তর ছিল এরকম:

> adivasis did not have land .[the number of adivasis in the region who lost land] … [disruption] … What I said [about history] is available in the school texts … it is there I was told (probably by the key organizers) to talk about how land was taken from the adivasis … so I talked about the Kols, Bhils and Santals … I threw in some history in that speech and also said something I knew … I disagreed with the District Commissioner on that occasion (who of course had spoken earlier as the representative of the government) who said that *prajashatta ain* [a land law promulgated to safeguard the rights of tenants] had secured the land rights of the adivasi people … From 1948 it was done by the Pakistani government and was implemented in 1954 … but through the legal loopholes, land had by then already been lost in East Pakistan … whatever was left from the British record … 5% of the in primary school textbooks … the Kol, Bhil and Santals are referred to as the ancient inhabitants … Mehrab Ali [a local historian who wrote extensively on this region and its people) also talked about these issues in his book *Dinajpurer Adivasi* (*The adivasis of Dinajpur*) ... It is a good book. …

[১০] দেখুন সুমন ২০১৪

> These issues are clearly discussed. … There was not much [academic literature] before … Then there were some old people; there was a man called Hindu Tudu, a very old man, he used to know a lot. He had this intention to make a cassette [recording his own historical knowledge] but that could not be done ... Santals know about *Kisku Rashtra* [kingdom] … We were all isolated, we still are now, we the Bhyuiyas … Santals call us Bhuiya but we call ourselves Hindus, Khatriyas … It is because they don't know the history and this is deemed low. … Our people will also tell you that we are Hindus.[11]

বি এস এর সাক্ষাতকারের সবটাই বিশ্লেষণ করতে পেরেছি বলবোনা। তবে এই ছোট নির্বাচিত অংশটিতে দেখতে পাই যে, বি এস যে টেক্সট এর ভেতর দিয়ে 'অরিজিন' ইতিহাস আলোচনা করেছেন, সেটি উপনিবেশিক পর্বে গঠিত ইন্ডোলজিক্যাল/ কমপারেটিভ ফিললজি জ্ঞানের অংশ।[১২] তিনি বলেছেন, we all know they [the Aryans] are the outsiders and the rest, whoever was here, are the adivasis [indigenous] … This was the struggle.

বি এস এর বর্ণনা থেকে তার মনোভঙ্গীর একটা খোজ পাই। এই উদাহরণ দেখায় তার মনোভঙ্গি কীভাবে আর্যকরণের উপনিবেশিক ডিসকোর্স/ জ্ঞান/ ক্ষমতা দ্বারা অক্রান্ত । গবেষক ক্রিসপিন বেইটস (১৯৯৫) এই আর্যকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, এরিয়ানাইজেশান তত্ত্ব হচ্ছে ১৮৪০ থেকে ২০ শতকের মধ্যভাগ অব্দি ইউরাপে প্রচলিত "পূর্ণ বিকশিত ছদ্ম বিজ্ঞানভিত্তিক" রেসিজমের ফলাফল।

বি এস এর বয়ান দেখায় তিনি কীভাবে এক মহা বয়ানের অজেক্ট হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তিনি এই মহাবয়ানের মধ্য দিয়েই যুক্ত করেছেন নিজ যাপিত বর্তমানকে। কল্পনা করছেন একটি 'আমাদের সম্প্রদায়কে' এবং বিদ্যমান জাত-পাতের বিরুদ্ধচারণ করছেন। এভাবেই একটি প্রতিরোধের ভাষা তিনি নির্মান করছেন। এই নির্মানের মধ্যেই এজেন্সি প্রশ্নটি নিহিত বলে মনে করি। ডরোথি স্মিথের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি। স্মিথ সহ আরো অনেকেই ফুকোর তত্ত্বের একটা সমালোচনা করেছেন বা একটি কারেকশানের কথা বলেছেন। স্মিথ সহ আরো অনেকের বক্তব্য হচ্ছে, ডিসকোর্সের আরো সামাজিক ও প্রেক্ষিত কেন্দ্রিক ধারণা তৈরী করতে হবে যেখানে গুরুত্ব পায় What individual subjects do within and through discursive structures, rather than assuming that discourses forces us to behave in certan way (মিলসঃ ৭৭) এবং সেই কাজটা করতে গেলেই বোধকরি নৃবিজ্ঞান চর্চার একটা প্রাসঙ্গিকতা খুজে পাওয়া যায়।

---

[১১] পূর্বোক্ত

[১২] দীলিপ চক্রবর্তীর কলোনিয়াল ইনডোলজি গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হতে পারে। গ্রন্থটি ইন্ডোলজির সাথে উপনিবেশিক ক্ষমতার সম্পর্কটি মনে করিয়ে দেয়। সেই অর্থে গ্রন্থটিকে ইন্ডোলজির একটি উত্তর উপনিবেশিক বিবেচনা হিসাবে দেখা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

খাতুন, সায়েমা ও মাহমুদুল সুমন (২০১৪) আদিবাসী আছে? আছে!: আদিবাসী নাম বিতর্কের প্রবন্ধ সংকলন। ঢাকা: সংবেদ

নারঙ, গোপীচন্দ (২০০৯)গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব। কোলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি

Bates, Crispin. (1995). Race, Caste and Tribe in Central India: the early origins of Indian anthropometry. *Edinburgh Papers in South Asian Studies,* 3.

Beteille, Andre. (1986). The concept of tribe with special reference to India. *Arch, europ. social.*, 27, 297-31.

Beteille, Andre. (1998). The Idea of Indigenous People. *Current Anthropology*, 39 (2), 187-191.

Chakrabarti, Dilip K. (1997). Colnial Indology: Sociopolitics of the Ancient Indian Past. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.

Cooke, Bill and Uma Kothari (2001). Partcipation: The New Tyranny? London and New York: Zed Books

De Maaker, Erik. (2013). Performing the Garo Nation? Garo Wangala Dancing between Faith and Folklore. *Asian Ethnology* Volume 72, Number 2 • 2013, 221–239

Foucault, Michel. (1980). Power/ Knowledge. Gordon, Colin. ed. New York: Pantheon Books.

Ghosh, Kaushik. (2006). Between Global Flows and Local Dams: Indigenousness, Locality, and the Transnational Sphere in Jharkhand, India. *Cultural Anthropology*, 21 (4), 501–534.

Karlsson, Bengt G. (2003). *Anthropology and the 'Indigenous Slot':* Claims to and Debates about Indigenous Peoples' Status in India. Critique of Anthropology. Vol 23(4) 403–423

Mills, S. (2007). Discourse. London and New York: Routledge

Pels, Peter. (2000).The Rise and Fall of the Indian Aborigines: Orientalism, Anglicism, and the Emergence of an Ethnology of India, 1833-1869. In: Peter Pels and Oscar Salemink (Eds.). Colonial Subjects; Essays on the Practical History of Anthropology. Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp. 82-116.

Stiles, Kendall W. (2002). Civil Society by Design: Donors, NGOs, and the Intermestic Development Circle in Bangladesh. Praeger: London.

Sumon, Mahmudul H. (2014). "We are simple people": Ethnicity, identity politics and agency of adivasi people in Bangladesh. Unpublished Ph D dissertation. University of Kent, UK.